[২০১৯] ৯ এস. সি. আর. ১০৩৬

সারাইন্ডার পাল সোনি

বনাম

সোহান লাল (ডি) থ্রু এল. আর. এস.

(২০১৯ সালের ৫৩৬০ নং দেওয়ানি আপিল)

২৩শে জুলাই, ২০১৯

[ড. ধনজয় ওয়াই. চন্দ্রচূড় ও ইন্দিরা ব্যানার্জি, বিচারপতিদ্বয়]

স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্ট, ১৯৬৩: ধারা ২৮ – আপিলকারীর দ্বারা নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য মামলা – ২ কর্ণাল জমি ব্যতীত মামলার জমির ক্ষেত্রে ডিক্রি – আপিলকারী-ডিক্রি ধারক এবং প্রতিপক্ষ-রায় ঋণীরা বিচারিক আদালতের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে আপিল দায়ের করেন – আপিল আদালত আপিলের উপর নোটিশ জারি করে এবং প্রতিপক্ষের দ্বারা দায়ের করা স্থগিতাদেশের আবেদন, যখন আপিলকারী ডিক্রির কার্য সম্পাদনের জন্য আবেদন করেন – প্রতিপক্ষের দ্বারা ডিক্রির কার্য সম্পাদনের উপর আপত্তি দায়ের করা হয় – আপিল আদালত উভয় আপিল খারিজ করে দেয় – প্রতিপক্ষের আপত্তি খারিজ করা হয় – প্রতিপক্ষের দ্বারা রিভিশন পিটিশন – হাইকোর্ট রিভিশন মঞ্জুর করে এবং নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের ডিক্রির পরিবর্তে বায়না ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেয় এই মর্মে যে আপিলকারী ডিক্রির তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে বিক্রয়ের অবশিষ্ট অর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং ফলস্বরূপ ১৯৬৩ সালের আইনের ধারা ২৮ এর বিধান অনুসারে ডিক্রিটি অকার্যকর হয়ে যায় – আপিলে, বলা হয়েছে: মার্জারের মতবাদটি এই যুক্তির উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে যে কোনও নির্দিষ্ট সময়ে একাধিক কার্যকরী ডিক্রি থাকতে পারে না – উক্ত মতবাদটি আপিল আদালত বিচারিক আদালতের ডিক্রি নিশ্চিত, পরিবর্তন বা বাতিল করেছে কিনা তা নির্বিশেষে প্রযোজ্য – আপিল আদালতের সিদ্ধান্তের পরে, বিচারিক আদালতের রায় আপিলে দেওয়া সিদ্ধান্তের সাথে মার্জ হয়ে যায় – বর্তমান ক্ষেত্রে, আপিল আদালত একবার বিচারিক আদালতের রায় এবং ডিক্রি নিশ্চিত করলে, স্পষ্টতই বিচারিক আদালতের রায় আপিল আদালতের সিদ্ধান্তের সাথে মার্জ হয়ে যায় – আপিল আদালত একবার তার রায় দিলে, আপিল আদালতের ডিক্রি কার্যকর হয় – অতএব, ডিক্রি ধারকের আপিল আদালতের ডিক্রি কার্যকর করার অধিকারকে পরাজিত করা যায় না – আপিলকারী-ডিক্রিধারক আপিল আদালতের

রায়ের পর বিক্রয়ের অবশিষ্ট অর্থ পরিশোধ করেছিলেন – আপিলকারী যেহেতু সরল বিশ্বাসে কাজ করেছেন, তাই ন্যায়বিচারের বিবেচনা তার পক্ষে থাকতে হবে – কার্যনির্বাহী আদালত প্রতিপক্ষের ভিত্তিহীন আপত্তি প্রত্যাখ্যান করে যথার্থ কাজ করেছে – কার্যনির্বাহী কার্যক্রম থেকে উদ্ভূত রিভিশনে, হাইকোর্ট ডিক্রি সংশোধন করেছে – আইনে এমন পদক্ষেপ নেওয়া যায় না – হাইকোর্ট ডিক্রি ধারককে ২,০০,০০০/- টাকার বায়নার বাইরে বিক্রয়ের অর্থ ফেরতের আদেশের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের ডিক্রি প্রতিস্থাপন করে তার রিভিশনাল এখতিয়ার অতিক্রম করেছে – ফলস্বরূপ, কার্যনির্বাহী আদালত কর্তৃক প্রতিপক্ষের আপত্তি খারিজ করার আদেশ পুনরুদ্ধার করা হলো।

আপিলের অনুমতি দিয়ে, আদালত

ধার্য করেঃ ১. সংযুক্তির মতবাদ আপিল আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের উপর ভিত্তি করে একটি নীতি হিসাবে কাজ করে। বর্তমান ক্ষেত্রে, একবার আপিল আদালত ট্রায়াল কোর্টের রায় এবং ডিক্রি নিশ্চিত করার পরে, স্পষ্টতই ট্রায়াল কোর্টের রায়কে আপিল আদালতের সিদ্ধান্তের সাথে একীভূত করা হয়েছিল। একবার আপিল আদালত তার রায় প্রদান করলে, এটি আপিল আদালতের ডিক্রি যা কার্যকর হয়। [আনুচ্ছেদ ১৭][১০৪৭-বি]

২.১ হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে আপিলকারী ডিক্রির তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে বিক্রয়ের অবশিষ্ট অর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং ফলস্বরূপ স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্ট ১৯৬৩ এর ধারা ২৮ এর বিধান অনুসারে ডিক্রিটি অকার্যকর হয়ে গেছে। হাইকোর্ট উল্লেখ করেছে যে বিক্রয়ের চুক্তি অনুসারে মোট ৮,৩৫,০০০/- টাকার বিক্রয় মূল্যের মধ্যে, আপিলকারী ২০০৪ সালে ৫,৮৫,০০০/- টাকা পরিশোধ করেছিলেন, যেখানে মামলার আংশিক ডিক্রির ফলস্বরূপ ১,১৫,৮৬৪/- টাকার অবশিষ্ট অর্থ ১৭ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে প্রথম আপিল খারিজ হওয়ার পরে ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে জমা দেওয়া হয়েছিল। হাইকোর্টের মতে, অবশিষ্ট বিক্রয় মূল্য জমা দেওয়ার সময়সীমা বিচারিক আদালতের সিদ্ধান্তে অন্তর্নিহিত ছিল, যা অবশিষ্ট বিক্রয় মূল্য জমা দেওয়ার পরে রায়ের তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে বিক্রয় দলিল সম্পাদনের নির্দেশ দিয়েছিল। হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে

প্রথম আপিল বিচারাধীন থাকাকালীন রায় এবং ডিক্রি স্থগিত করা হয়নি এবং শুধুমাত্র আপিল দায়ের করা দেওয়ানি কার্যবিধি ১৯০৮ এর ৪১ নং আদেশের ৫ নং বিধি অনুসারে স্থগিতাদেশের সমতুল্য নয়। অতএব, ডিক্রি কার্যকর করার জন্য ডিক্রিতে নির্ধারিত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার কারণে আপিলকারীর ডিক্রি কার্যকর করার আবেদন করার অধিকার ছিল না। [আনুচ্ছেদ ৭, ৮][১০৪০-এফ-জি; ১০৪১-এ-বি; ১০৪২-এ-সি]

২.২ আবেদনকারী নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য মামলায় ট্রায়াল কোর্টের আংশিক ডিক্রি আপিল আদালতে ইস্যু করা হয়েছিল। আপিল আদালত ডিক্রিটি নিশ্চিত করার পরে, ট্রায়াল কোর্টের ডিক্রি আপিল আদালতের সাথে একীভূত হয়েছিল। এর মাত্র এক মাস পরে, ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৫-এ আপিলকারী বিক্রয়ের বিবেচনার ভারসাম্য জমা করেছিলেন। আপিলকারী সৎভাবে কাজ করেছিলেন। নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য একটি মামলার ডিক্রি থেকে উদ্ভূত কোনও বিষয়ে ইক্যুইটি অবশ্যই তার পক্ষে বিবেচনা করতে হবে। হাইকোর্ট অনিবার্যভাবে নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য ডিক্রিটির পরিবর্তে ডিক্রিধারীকে বিক্রয় বিবেচনার অর্থ ফেরত দেওয়ার আদেশ দেয়, যা ডিক্রিধারীর আন্তরিক অর্থের বাইরে। হাইকোর্টের সাথে এটি করার ক্ষেত্রে যে কারণগুলি ওজন করা হয়েছিল এবং তার চূড়ান্ত নির্দেশগুলি টেকসই নয়। [আনুচ্ছেদ ২১][১০৫০-ডী-এফ]

চন্ডী প্রসাদ বনাম জগদীশ প্রসাদ (২০০৪) ৮ এস. সি. সি. ৭২৪: [২০০৪] ৪ সম্পুরক. এস. সি. আর. ৯৪২; সর্দার মোহর সিং বনাম মঙ্গিলাল (১৯৯৭) ৯ এস. সি. সি. ২১৭: [১৯৯৭] ১ এস. সি. আর. ২৯৭; ভূপিন্দর কুমার বনাম আংরেজ সিং (২০০৯) ৮ এস. সি. সি. ৭৬৬; কুনহায়ামাদ বনাম কেরালা রাজ্য (২০০০) ৬ এস. সি. সি. ৩৫৯: [২০০০] ১ সম্পুরক. এস. সি. আর. ৫৩৮; খোদে ডিস্টিলারিজ লিমিটেড বনাম শ্রী মহাদেশ্বর সাহকারা সাক্কারে কারখানে লিমিটেড (২০১৯) ৪ এস. সি. সি. ৩৭৬-এর উপর নির্ভরশীল।

২০১১ সালের শান্তি বনাম টি. ডি বিশ্বনাথন দেওয়ানি আপিল নং ১০৪৪২,২০১৮ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ২১৯৬; এস পালানিচামি চেট্টিয়ার ফার্ম বনাম সি আলাগাপ্পান (১৯৯৯) ৪ এস. সি. সি ৭০২: [১৯৯৯] ১ এস. সি. আর ৩৪৯; রামনকুট্টি গুপ্তান বনাম আভারা [১৯৯৪] ২ এস. সি. সি ৬৪২: {১৯৯৪ ১ এস. সি. আর ৫৪২-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা আইন রেফারেন্স

[২০০৪] ৪ সম্পূরক. এস. সি. আর ৯৪২	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৯
[১৯৯৭] ১ এস. সি. আর ২৯৭	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৯
[২০০০ ১ সম্পূরক. এস.সি.আর ৫৩৮	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১৩
(২০১৯) ৪ এস. সি. সি ৩৭৬	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১৩
(২০০৯) ৮ এস. সি. সি ৭৬৬	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১৯
[১৯৯৯] ১ এস.সি.আর ৩৪৯	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ২০

দেওয়ানি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৯ এর দেওয়ানি আপিল নং ৫৩৬০।

চণ্ডীগড়ের পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট কর্তৃক ২০১৫ সালের দেওয়ানী রিভিশন নং ৩৩৭২-এর উপর ০১.০৬.২০১৮ তারিখে প্রদত্ত রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভুত।

এ. তিওয়ারি, শ্রীমতী এলিজা বার, শ্রী পাল সিং, আপিলকারীর আইনজীবী।

গোপাল ঝা, উত্তরদাতার আইনজীবী।

আদালতের রায় প্রদান করেন

ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি.

১. পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের একজন শিক্ষিত একক বিচারক উত্তরদাতাদের দ্বারা প্রবর্তিত একটি দেওয়ানি পুনর্বিবেচনার অনুমতি দেন এবং এই প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য একটি মামলায় ডিক্রি কার্যকর করার জন্য আবেদনকারীর আবেদন খারিজ করে দেন। রায়ের ঋণদাতার আপত্তি গ্রহণ করে, হাইকোর্ট নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য ডিক্রি প্রতিস্থাপনের জন্য আন্তরিক অর্থ ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেয়।

২. ২০০৬ সালে, আপিলকারী ২০০৩ সালের ৮ই ডিসেম্বরের একটি বিক্রয় চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য একটি মামলা দায়ের করেন। আপিলকারী পঞ্চকুলার বিল্লা গ্রামে অবস্থিত, তহসিল এবং জেলা, খেওয়াত খাতাউনি নং ৫৬৫/৫২৫, খাসরা নং ৯৪/১৮ (৭-৮), ১৯(৮-০), ২০/১ (৬-৩), ২১/১ (১-৭) এবং ৯৪/২১/৩ (২-০) এর জমির অর্ধাংশ, অর্থাৎ ১২ কানাল এবং ৯ মারলা জমির বিক্রয়ের একটি চুক্তি কার্যকর করতে চেয়েছিলেন। ২০১২ সালের ২০শে মার্চ, পঞ্চকুলার সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) প্রদর্শনী-ডি৩-এ বিক্রয় দলিলে উল্লিখিত ২ কানাল জমি ব্যতীত মামলাটির ডিক্রি দেন। যতটুকু প্রাসঙ্গিক, ডিক্রিতে এই মর্মে বিধান ছিল:

"নিরুপণ স্বরূপ, ২০০৩ সালের ০৮ ডিসেম্বরের বিক্রয় চুক্তি প্রদর্শনী পি-১ এর সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের মাধ্যমে দখলের জন্য একটি ডিক্রি মামলাকারীদের পক্ষে জারি করা হয়, অবশিষ্ট মামলা জমি, অর্থাৎ, প্রদর্শনী ডি-৩ এ উল্লিখিত ২ কানাল জমি ব্যতীত, প্রতিবাদী নং ১ এর আইনী উত্তরাধিকারীদের নিকট অবশিষ্ট বিক্রয় মূল্য পরিশোধের পর, অগ্রাহ্য ঐ ২ কানাল জমির মূল্য বাদ দিয়ে। প্রতিবাদী নং ১ এর আইনী উত্তরাধিকারীদেরকে অবশিষ্ট বিক্রয় মূল্যের বাকি অংশ, ২ কানাল জমির মূল্য বাদ দিয়ে, প্রাপ্তির পর দুই মাসের মধ্যে অবশিষ্ট মামলা জমির বিক্রয় দলিল সম্পাদন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং প্রতিবাদী নং ১ এর আইনী উত্তরাধিকারীরা তা করতে ব্যর্থ হলে, মামলাকারীরা আদালতের মাধ্যমে অগ্রোক্ত জমির বিক্রয় দলিল সম্পাদন ও নিবন্ধন করার অধিকারী।"

৩. আপিলকারী এবং উত্তরদাতা উভয়ই বিচার আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করেন। ২০১২ সালের ২৩শে এপ্রিল, পঞ্চকুলার অতিরিক্ত জেলা বিচারক আপিলে এবং উত্তরদাতার দায়ের করা ই স্থগিতাদেশের আবেদনের বিষয়ে নোটিশ জারি করেন।

৪. ২০১২ সালের ১৫ই জুন, আপিলকারী পঞ্চকুলার দেওয়ানি বিচারক (সিনিয়র ডিভিশন)-এর কাছে প্রথম আপিলের জন্য তাঁর পক্ষে গৃহীত ডিক্রি কার্যকর করার জন্য কার্যধারা দায়ের করেন।

৫.২০১৪ সালের ১৯শে মে, উত্তরদাতা নিষ্পত্তির পিটিশনে আপত্তি দায়ের করেন।

৬.২০১৫ সালের ১৭ই জানুয়ারি, অতিরিক্ত জেলা বিচারক যথাক্রমে আবেদনকারী এবং উত্তরদাতার দায়ের করা উভয় আপিল খারিজ করে দিয়ে বিচার আদালতের রায় ও আদেশ বহাল রাখেন।

৭. ২০০৫ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি, নির্বাহকারী আদালত ডিক্রির নির্বাহের ক্ষেত্রে প্রতিবাদীদের আপত্তি প্রত্যাখ্যান করে এবং আপিলকারীর নির্বাহ আবেদন মঞ্জুর করে। এরপর প্রতিবাদী হাইকোর্টে একটি দেওয়ানী রিভিশন দায়ের করে যার ফলস্বরূপ ২০১৮ সালের ১লা জুনের বিজ্ঞ বিচারকের রায় হয় যার মাধ্যমে নির্বাহকারী আদালতের আদেশ বাতিল করা হয়। হাইকোর্ট রায় দেয় যে আপিলকারী ডিক্রির তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে অবশিষ্ট বিক্রয় মূল্য জমা দিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং ফলস্বরূপ

১৯৬৩[২] সালের স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্টের ২৮[১] ধারার বিধান অনুসারে ডিক্রিটি অকার্যকর হয়ে গেছে। হাইকোর্ট উল্লেখ করে যে বিক্রয় চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে মোট ৮,৩৫,০০০/- টাকার বিক্রয় মূল্যের মধ্যে, আপিলকারী ২০০৪ সালে ৫,৮৫,০০০/- টাকা পরিশোধ করেছিল যেখানে মামলায় আংশিক ডিক্রির ফলস্বরূপ ১,১৫,৮৬৪/- টাকার বাকি অংশ ২০১৭ সালের ১৭ই জানুয়ারিতে প্রথম আপিল খারিজ হওয়ার পর ২০১৫ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি জমা দেওয়া হয়েছিল। হাইকোর্ট এই মর্মে মত দেয়:

> "নিষ্পত্তির অধীনে ডিক্রিটির কার্যকরী অংশের পর্যালোচনায় দেখা যায় যে যদিও নিম্ন আদালত নির্দিষ্টভাবে বকেয়া বিক্রয় বিবেচনার পরিমাণ জমা করার জন্য কোনও সময় নির্ধারণ করেনি, তবে দ্ব্যর্থহীন শর্তে বিধান করা হয়েছে যে বকেয়া বিক্রয় বিবেচনার জমা দেওয়ার বিষয়ে রায়ের তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে বিক্রয় দলিলটি কার্যকর করা হবে।"

---

[১] ২৮. স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় বা ইজারা দেওয়ার জন্য চুক্তির নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে প্রত্যাহার, যার নির্দিষ্ট কার্যকারিতা নির্ধারণ করা হয়েছে।-(১) যে ক্ষেত্রে কোনও মামলায় স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় বা ইজারা দেওয়ার জন্য চুক্তির নির্দিষ্ট কার্যকারিতার জন্য একটি ডিক্রি জারি করা হয়েছে এবং ক্রেতা বা ইজারা গ্রহীতা ডিক্রি দ্বারা অনুমোদিত সময়ের মধ্যে বা আদালত যে অতিরিক্ত সময়ের অনুমতি দেয় তার মধ্যে ক্রয়ের অর্থ বা অন্য কোনও পরিমাণ অর্থ প্রদান করে না, যেখানে বিক্রেতা বা ইজারা গ্রহীতা ডিক্রি দেওয়া হয়েছে সেই একই মামলায় চুক্তি বাতিল করার জন্য আবেদন করতে পারে এবং এই জাতীয় আবেদনের ভিত্তিতে আদালত আদেশ দ্বারা চুক্তিটিকে বাতিল করতে পারে যতদূর পর্যন্ত ডিফল্ট বা সম্পূর্ণরূপে পক্ষের ক্ষেত্রে, মামলার ন্যায়বিচারের প্রয়োজন হতে পারে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে কোন চুক্তি বাতিল করা হলে, আদালত-(ক) চুক্তির অধীনে সম্পত্তির দখল অর্জনকারী ক্রেতা বা ইজারা গ্রহীতাকে বিক্রেতা বা ইজারা গ্রহীতাকে সেই অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেবে এবং (খ) যে তারিখে ক্রেতা বা ইজারা গ্রহীতা সম্পত্তিটি দখল করেছেন সেই তারিখ থেকে বিক্রেতা বা ইজারা গ্রহীতাকে যে সমস্ত ভাড়া ও লাভ অর্জিত হয়েছে তা বিক্রেতা বা ইজারা গ্রহীতাকে বিক্রেতা বা ইজারা গ্রহীতার কাছে পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত পরিশোধের নির্দেশ দিতে পারে এবং যদি মামলার ন্যায়বিচারের প্রয়োজন হয়, তবে বিক্রেতা বা ইজারা গ্রহীতা দ্বারা প্রদত্ত যে কোনও পরিমাণ অর্থ ফেরত দেওয়া হবে।

(৩) যদি ক্রয়কারী বা ইজারা গ্রহীতা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ডিক্রি অনুযায়ী প্রদত্ত ক্রয়ের অর্থ বা অন্যান্য অর্থ প্রদান করেন, তবে আদালত একই মামলায় দায়ের করা আবেদনের ভিত্তিতে ক্রেতা বা ইজারা গ্রহীতাকে যথাযথ ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সমস্ত বা যে কোনও ত্রাণ সহ আরও বেশি ত্রাণ প্রদান করতে পারে, যথাঃ-(ক) বিক্রেতা বা ইজারা গ্রহীতার দ্বারা যথাযথ পরিবহণ বা ইজারা কার্যকর করা; (খ) এই ধরনের পরিবহণ বা ইজারা কার্যকর করার পরে সম্পত্তির দখল বা বিভাজন এবং পৃথক দখল সরবরাহ করা।

(৪) এই ধারার অধীনে দাবি করা যেতে পারে এমন কোনও ত্রাণের ক্ষেত্রে কোনও বিক্রেতা, ক্রেতা, ইজারাদাতা বা ইজারা গ্রহীতার অনুরোধে কোনও পৃথক মামলা দায়ের করা হবে না।

(৫) এই ধারার অধীনে যে কোনও কার্যধারার খরচ আদালতের বিবেচনার ভিত্তিতে হবে।

[২] স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্ট

৮. হাইকোর্টের মতে, বকেয়া বিক্রয় বিবেচনার জন্য জমা দেওয়ার সময়সীমা বিচার আদালতের সিদ্ধান্তে অন্তর্নিহিত ছিল যা অবশিষ্ট বিক্রয় বিবেচনার জমা দেওয়ার উপর রায় দেওয়ার তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে বিক্রয় দলিল কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছিল। হাইকোর্ট বলেছিল যে রায় এবং ডিক্রি প্রথম আপিলের মুলতুবি থাকার সময় স্থগিত করা হয়নি এবং নিছক আপিল দায়ের করা দেওয়ানি কার্যবিধি ১৯০৮[৩]-এর আদেশ ৪১ বিধি ৫-এর অধীনে স্থগিতাদেশের সমান নয়। অতএব, ডিক্রি কার্যকর করার জন্য ডিক্রিটিতে নির্ধারিত সময়কাল শেষ হওয়ার কারণে ডিক্রি কার্যকর করার জন্য আবেদনকারীর পক্ষে উন্মুক্ত ছিল না। হাইকোর্ট নির্দিষ্ট ত্রাণ আইনের ২৮ ধারার বিধানের উপর নির্ভর করেছে। এটি আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে আবেদনকারীর দ্বারা সময় বাড়ানোর জন্য কোনও আবেদন দায়ের করা হয়নি। এই দৃষ্টিভঙ্গির সঠিকতা বর্তমান আবেদনে নির্ধারণের জন্য পড়ে।

৯. আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী শ্রী এ তিওয়ারি নিম্নলিখিত জমা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেনঃ

(i) ২০শে মার্চ ২০১২ তারিখের বিচার আদালতের রায় ও ডিক্রি ২০১৫ সালের ১৭ই জানুয়ারির প্রথম আপিল আদালতের[৪] ডিক্রি-র সঙ্গে মিশে গেছে। কোনও অধস্তন আদালতের রায় তার চেয়ে উচ্চতর আদালত দ্বারা বিপরীত, সংশোধিত বা বহাল থাকুক না কেন, সংযুক্তির মতবাদ প্রযোজ্য হয় (চন্ডী প্রসাদ বনাম জগদীশ আর প্রসাদ[৫]);

(ii) নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য ডিক্রিটি একটি প্রাথমিক ডিক্রি প্রকৃতির এবং আদালত এটি পাস করলে তা কার্যকরী অফিসিয়াল হয়ে ওঠে না (সর্দার মোহর সিং বনাম মঙ্গিলাল)। যেহেতু ১৭ জানুয়ারী ২০১৫ তারিখের আপিল আদালতের ডিক্রি লেনদেনের সময় নিষিদ্ধ হওয়ার কোনও উল্লেখ করে না, তাই সীমাবদ্ধতা ১৭ জানুয়ারী ২০১৫ থেকে শুরু হবে;

(iii) আপিল আদালত কোনও সময়সীমা আরোপ করেনি এবং ফলস্বরূপ, ১৭ জানুয়ারী ২০১৫ তারিখের ডিক্রিটি জারি হওয়ার তারিখ থেকে প্রয়োগযোগ্য হয়ে ওঠে;

(iv) সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ২৮ ধারার অধীনে আদালতকে যে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে তা মূলত ন্যায়সঙ্গত এবং আদালতের

---

[১] সিপিসি

[২] "আপিল আদালত"

[৩] (২০০৪) ৮ এসসিসি ৭২৪

[৪] (১৯৯৭) ৯ এসসিসি ২১৭

পক্ষে ডিক্রিতে বর্ণিত যেকোনো শর্ত পূরণের জন্য অতিরিক্ত সময় দেওয়া সম্ভব (সরদার মোহার সিং) (উপরোক্ত)। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ডিক্রি ধারকের প্রস্তুতি এবং ইচ্ছা পরিমাপ করা। রায় দেনাদার সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ২৮ ধারার বিধানের অধীনে চুক্তি বাতিল করার চেষ্টা করেননি;

(v) ইক্যুইটির ভারসাম্য আপিলকারীর পক্ষে রয়েছে যিনি ২০০৪ সালে মোট বিক্রয় বিবেচনার মধ্যে ৫,৮৫,০০০ টাকা প্রদান করেছেন এবং ট্রায়াল কোর্টের রায়ের পরে কেবলমাত্র ১,১৫,৮৬৪ টাকা প্রদান করা বাকি ছিল; এবং

(vi) অর্ডার ৪১ রুল ৫-এর বিধানগুলি সংযুক্তির সি মতবাদ থেকে বিচ্যুত হয় না।

১০. অন্যদিকে, উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী শ্রী গোপাল ঝা বলেন যেঃ

(i) একত্রীকরণের মতবাদটি এমন একটি পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য যখন একটি মৃত্যুদন্ডের আবেদন ফাইল করার সীমাবদ্ধতা গণনা করা হয়;

(ii) ট্রায়াল কোর্টের ডিক্রিটি শর্তসাপেক্ষ ছিল কারণ এতে বকেয়া বিক্রির বিবেচনার প্রাপ্তির ২ মাসের মধ্যে ২ কানাল ব্যতীত মামলা জমির বিক্রয় দলিল কার্যকর করার নির্দেশ ছিল। ডিক্রিটি তিনটি শর্তের সংমিশ্রণ করেছিল, যার প্রতিটি পূরণ করতে হয়েছিল;

(iii) বর্তমান মামলায়, ট্রায়াল কোর্টের ডিক্রি আপিল আদালত দ্বারা সংশোধন করা হয়নি;

(iv) আমানত কার্যকর করার জন্য সময় বাড়ানোর জন্য আবেদনকারীর দ্বারা কোনও আবেদন দায়ের করা হয়নি বা মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার আবেদন দাখিল করার সময় কোনও পরিমাণ জমা করা হয়নি। হাইকোর্ট রায় ঋণদাতার আবেদন খারিজ করার সময় বকেয়া জমা দেওয়ার জন্য ডিক্রি ধারককে সময় বাড়ানোর অনুমতি দেয়নি;

(v) ডিক্রি ধারক সময় বাড়ানোর জন্য যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি দেখাননি এবং আপিল দায়ের করা বিশেষত আদেশ ৪১ বিধি ৫-এর অধীনে স্থগিতাদেশের অনুপস্থিতিতে বৈধ ভিত্তি গঠন করে না; এবং

(vi) উত্তরদাতা সময় বাড়ানোর জন্য সিপিসির ১৪৮ ধারার অধীনে কোনও আবেদন ছাড়াই ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৫-এ বিক্রয় বিবেচনার ভারসাম্য জমা করেছিলেন।

উপরের জন্য, এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে আপিলকারী ২০ মার্চ ২০১২ তারিখের ডিক্রিতে নির্দিষ্ট শর্তগুলি মেনে চলতে ব্যর্থ হওয়ায়, হাইকোর্ট উত্তরদাতার দেওয়ানি পুনর্বিবেচনার অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল এবং এই রায় দিয়েছিল যে ডিক্রিটি অনির্বচনীয় হয়ে উঠেছে।

১১. প্রতিদ্বন্দ্বী জমা আমাদের বিবেচনার জন্য পড়ে।

১২. ২০১২ সালের ২০শে মার্চের রায়ে ট্রায়াল কোর্ট আবেদনকারীর দায়ের করা ২ কানাল জমি ছাড়া নির্দিষ্ট কাজের জন্য মামলাটির রায় দেয়। ট্রায়াল কোর্টের ডিক্রি অনুযায়ী ২০০৩ সালের ৮ই ডিসেম্বর জমি বিক্রির জন্য চুক্তি সম্পাদনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল, যা ২ কানাল ছাড়া মামলার বিষয় ছিল। রায়ে দেনাদারকে মামলার জমির অবশিষ্ট অংশের বিক্রয় দলিল সম্পাদনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল

(i) ২ মাসের মধ্যে;

(ii) বকেয়া বিক্রয় বিবেচনার প্রাপ্তির পরে; এবং

(iii) ২ কানালের জমির জন্য বিবেচনা বাদ দেওয়ার পরে।

ট্রায়াল কোর্টের সিদ্ধান্তটি ডিক্রি ধারক এবং রায়ের ঋণগ্রহীতা উভয়ের দ্বারা আপিল করা হয়েছিল। আপিল আদালত আপিল এবং রায়ের ঋণগ্রহীতার দায়ের করা স্থগিতাদেশের আবেদনের বিষয়ে নোটিশ জারি করে, যখন ডিক্রি ধারক ডিক্রি কার্যকর করার জন্য অগ্রসর হন। রায়ের ঋণগ্রহীতা ডিক্রি কার্যকর করার বিষয়ে আপত্তি দায়ের করেছিলেন। আপিল আদালত ট্রায়াল কোর্টের রায় এবং ডিক্রি নিশ্চিত করে উভয় আপিল খারিজ করে দেয়।

১৩. আপিল আদালতের সিদ্ধান্তের পরে, আপিল আদালতের রায়ের সাথে ট্রায়াল কোর্টের রায়কে একীভূত করা হয়েছিল যা আপিলে দেওয়া হয়েছিল। আপিল আদালতের ডিক্রি পাস হওয়ার পরে, ট্রায়াল কোর্টের ডিক্রি আপিল আদালতের সাথে মিশে যায়। সংযুক্তির মতবাদটি এই যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একাধিক কার্যকরী ডিক্রি থাকতে পারে না। আপিল আদালত ট্রায়াল কোর্টের ডিক্রিটি নিশ্চিত করেছে, সংশোধন করেছে বা বিপরীত করেছে কিনা তা নির্বিশেষে সংযুক্তির মতবাদ প্রযোজ্য। **কুনহায়াম বনাম কেরালা রাজ্যে**[৭], সংযুক্তির মতবাদ ব্যাখ্যা করার সময়, এই আদালত এইভাবে রায় দিয়েছেঃ

---

[৭] (২০০০) ৬ এস. সি. সি ৩৫৯

"১২. একত্রীকরণের মতবাদের অন্তর্নিহিত যুক্তি হল যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একই বিষয়কে পরিচালনা করার জন্য একাধিক ডিক্রি বা কার্যকরী আদেশ থাকতে পারে না। যখন কোনও নিম্ন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোনও ডিক্রি বা আদেশ কোনও উচ্চতর ফোরামের সামনে আইনের অধীনে উপলব্ধ প্রতিকারের অধীনে ছিল, যদিও চ্যালেঞ্জের অধীনে ডিক্রি বা আদেশ কার্যকর এবং বাধ্যতামূলক হিসাবে অব্যাহত থাকে, তবুও এর চূড়ান্ততা বিপন্ন হয়। আপিলের অধীনে ডিক্রি বা আদেশটি বাতিল করা হোক বা সংশোধন করা হোক বা সহজভাবে নিশ্চিত করা হোক না কেন, উচ্চতর আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের ডিক্রি বা আদেশটি চূড়ান্ত, বাধ্যতামূলক এবং কার্যকরী ডিক্রি বা আদেশ যা আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা নীচের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ডিক্রি বা আদেশকে একীভূত করে। তবে, মতবাদটি সর্বজনীন বা সীমাহীন প্রয়োগের নয়। উচ্চতর ফোরাম দ্বারা প্রয়োগ করা এখতিয়ারের প্রকৃতি এবং চ্যালেঞ্জের বিষয়বস্তু বা বিষয় যা রাখা যেতে পারে বা যা রাখা যেতে পারে তা বিবেচনায় রাখতে হবে।"

আরও, এই আদালত কর্তৃক আপিল করার জন্য বিশেষ অনুমতি মঞ্জুরের বিষয়ে উদ্ভূত অবস্থান ব্যাখ্যা করার সময়, এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিলঃ

"৪১. একবার একটি বিশেষ অনুমতির আবেদন মঞ্জুর হয়ে গেলে, এই আদালতের আপিলের এখতিয়ার প্রয়োগের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের সামনে যে আদেশটি আপীল করা হয় তার বিরুদ্ধে একটি আদেশ হয়ে যায়। এরপরে যে কোনও আদেশ পাস করা একটি আপিল আদেশ হবে এবং সংযুক্তির মতবাদের প্রয়োগযোগ্যতা আকর্ষণ করবে। এটি কোনও পার্থক্য করবে না যে আদেশটি বিপরীত বা সংশোধন বা বরখাস্তের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়েছে। আদেশটি যদি কথা বলা বা অ-ভাষী হয় তবে এটি কোনও পার্থক্য করবে না... "

সম্প্রতি খোদে ডিস্টিলারিজ লিমিটেড বনাম শ্রী মহাদেশ্বর সাহকারা সাক্কারে কারখানে লিমিটেডের[৮] মামলায় এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চের সিদ্ধান্তে আইনের এই অবস্থানকে নিশ্চিত ও পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে।

১৪. কুনহায়াম্মদের (উপরে) সিদ্ধান্তের পরে চন্ডী প্রসাদের (উপরে) মামলায় এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চের সিদ্ধান্ত ছিল, যা এইভাবে বলেছিলঃ

"২৩. একত্রীকরণের মতবাদ ন্যায়বিচার প্রদানের ব্যবস্থার শ্রেণিবিন্যাসে যথার্থতার নীতির উপর ভিত্তি করে। একীভূতকরণের মতবাদ

---

[৮] (২০১৯) ৪ এস. সি. সি ৩৭৬

আপীল কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রদত্ত রিভার্সাল, পরিবর্তন বা নিশ্চিতকরণের আদেশের মধ্যে পার্থক্য করে না। উক্ত মতবাদটি বলে যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একই বিষয়কে পরিচালনা করার জন্য একাধিক কার্যকরী ডিক্রি থাকতে পারে না।

২৪. এটা খুবই সাধারণ যে, যখন কোনও আপিল আদালত কোনও ডিক্রি পাস করে, তখন ট্রায়াল কোর্টের ডিক্রি আপিল আদালতের ডিক্রির সঙ্গে মিশে যায় এবং এমনকি যদি আপিল ডিক্রিতে যে কোনও পরিবর্তন করা যায়, তা সাপেক্ষেও আপিল আদালতের ডিক্রি ট্রায়াল কোর্টের ডিক্রিটিকে বাতিল করে দেয়। অন্য কথায়, আপিল আদালত ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক গৃহীত ডিক্রিটি নিশ্চিত করে, সংশোধন করে বা বিপরীত করে কিনা তা নির্বিশেষে একটি ডিক্রি সংযুক্ত করা হয়... "

১৫. আরও সম্প্রতি, চন্ডী প্রসাদ (উপরে) মামলার সিদ্ধান্তের পরে এই আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চ শান্তি বনাম টি.ডি. বিশ্বনাথন[৯] মামলায় ২০১৮ সালের ২৪শে অক্টোবর নিম্নলিখিত শর্তে রেন্ডার করেছেঃ

"৭,... যখন কোনও সংবিধির অধীনে কোনও আপিল নির্ধারিত হয় এবং আপিল ফোরামকে সমস্ত উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্যে আহ্বান ও বিনোদন দেওয়া হয়, তখন মামলাটি চলতে থাকে। যখন কোনও উচ্চতর ফোরাম কোনও আপিল গ্রহণ করে এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে কোনও আদেশ পাস করে, তখন সংযুক্তির মতবাদ প্রযোজ্য হবে। সংযুক্তির মতবাদ ন্যায়বিচার বিতরণ ব্যবস্থার শ্রেণিবিন্যাসের উপযুক্ততার নীতির উপর ভিত্তি করে। সংযুক্তির মতবাদটি আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিপরীত, সংশোধন বা নিশ্চিতকরণের আদেশের মধ্যে পার্থক্য করে না। উক্ত মতবাদটি অনুমান করে যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একই বিষয়কে পরিচালনা করার জন্য একাধিক কার্যকরী ডিক্রি থাকতে পারে না।

১৬. উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান কৌঁসুলি বলেন যে, সিপিসি-র আদেশ ৪১ বিধি ৫-এর অধীনে আপিল আদালত যতদূর পর্যন্ত আদেশ দিতে পারে তা ছাড়া কোনও ডিক্রি বা আদেশের অধীনে কার্যধারার স্থগিতাদেশ হিসাবে কোনও আপিল কার্যকর হয় না, বা ডিক্রি কার্যকর করা কেবল ডিক্রি থেকে আপিল করা হয়েছে বলে স্থগিত করা হবে না। তবে আপিল আদালত পর্যাপ্ত কারণে ডিক্রি কার্যকর করা স্থগিত করার কর্তৃত্বের অধিকারী। আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত যেহেতু ডিক্রির উপর স্থগিতাদেশ ছিল না, তাই এর নির্বাহে কোনও বাধা ছিল না এবং আপিলকারী নির্বাহ কার্যক্রমে বাকি অর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় ডিক্রিটি

---

[৯]২০১১,২০১৮ সালের দেওয়ানি আপিল নং ১০৪৪২ এসসিসি অনলাইন এসসি ২১৯৬

অকার্যকর হয়ে যায়, এই মর্মে বক্তব্য পেশ করা হয়। বিজ্ঞ আইনজীবী জানান যে, এরূপ পরিস্থিতিতে, একত্রীকরণের মতবাদ প্রয়োগ করা অপ্রাসঙ্গিক।

১৭. আমরা আবেদন গ্রহণ করতে অক্ষম। সংযুক্তির মতবাদ আপিল আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের উপর ভিত্তি করে একটি নীতি হিসাবে কাজ করে। বর্তমান ক্ষেত্রে, একবার আপিল আদালত ট্রায়াল কোর্টের রায় এবং ডিক্রি নিশ্চিত করার পরে, স্পষ্টতই ট্রায়াল কোর্টের রায়কে আপিল আদালতের সিদ্ধান্তের সাথে একীভূত করা হয়েছিল। একবার আপিল আদালত তার রায় প্রদান করলে, এটি আপিল আদালতের ডিক্রি যা কার্যকর হয়। অতএব, ডিক্রিধারীর আপিল আদালতের ডিক্রি কার্যকর করার অধিকারকে পরাজিত করা যায় না।

১৮. নির্দিষ্ট ত্রাণ আইনের ২৮ ধারার বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে। ধারা ২৮ প্রদান করেঃ

> "২৮. স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় বা ইজারা দেওয়ার জন্য চুক্তির নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে প্রত্যাহার, যার নির্দিষ্ট কার্যকারিতা নির্ধারিত হয়েছে.-(১) যেখানে কোনও মামলায় স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় বা ইজারা দেওয়ার জন্য কোনও চুক্তির নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য একটি ডিক্রি দেওয়া হয়েছে এবং ক্রেতা বা ইজারা গ্রহীতা ডিক্রি দ্বারা অনুমোদিত সময়ের মধ্যে বা আদালত যে অতিরিক্ত সময়ের অনুমতি দেয় তার মধ্যে ক্রয়ের অর্থ বা আদালত তাকে যে অর্থ প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে, বিক্রেতা বা ইজারা গ্রহীতা সেই একই মামলায় পি আবেদন করতে পারেন যাতে চুক্তিটি বাতিল করা হয় এবং এই জাতীয় আবেদনের ভিত্তিতে আদালত আদেশ দ্বারা চুক্তিটিকে বাতিল করতে পারে যতদূর পর্যন্ত ডিফল্ট বা সম্পূর্ণরূপে পক্ষের ক্ষেত্রে, মামলার ন্যায়বিচারের প্রয়োজন হতে পারে।

১৯. নির্দিষ্ট ত্রাণ আইনের ২৮ ধারার বিধানগুলির ব্যাখ্যা করে, এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ সর্দার মোহর সিং (উপরে)-এর ক্ষেত্রে রায় দিয়েছেঃ

> "৪. ধারা ২৮-এর উপ-ধারা (১)-এর ভাষা থেকে দেখা যায় যে, নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য ডিক্রি মঞ্জুর হওয়ার পরে আদালত তার এখতিয়ার হারায় না বা এটি কার্যকরীও হয় না। ডিক্রির বাতিলকরণের আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা স্বয়ং ২৮ ধারায় দেওয়া হয়েছে, এই বিষয়টিই ইঙ্গিত দেয় যে ডিক্রির নির্বাহে বিক্রয় দলিল সম্পাদন না হওয়া পর্যন্ত, বিচারিক আদালত সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের ডিক্রিটির সাথে সম্পর্কিত ক্ষমতা এবং

এখতিয়ার ধরে রাখে। এটিও স্পষ্ট হবে যে রায়-ঋণদাতার দ্বারা ডিক্রি প্রত্যাহারের আবেদন দায়ের করা এবং প্রত্যাখ্যাত হওয়া সত্ত্বেও, নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য রায়-ঋণদাতার পক্ষে সময় বাড়ানোর বা নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য ডিক্রিতে উল্লিখিত শর্তগুলি পালন করার ক্ষমতা আদালতের রয়েছে। অন্য কথায়, নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য ডিক্রিতে উল্লিখিত শর্তাধীন ডিক্রি মেনে চলার জন্য সময় বাড়ানোর বিচক্ষণতা আদালতের রয়েছে... "

ভূপিন্দর কুমার বনাম আংরেজ সিং[১০] মামলায় এই আদালত এই রায় দিয়েছেঃ

"২১. এটা স্পষ্ট যে ২৮ ধারা আদালতকে ডিক্রির পরিপালনের জন্য সময় বাড়ানো অথবা চুক্তির বাতিলকরণের আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা দেয়। এই ক্ষমতাগুলি সেই বিচারিক আদালতের কাছে উপলব্ধ যা সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের ডিক্রি দেয়। অন্য কথায়, যখন আদালত সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের ডিক্রি দেয়, তখন পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তিটি বিলুপ্ত হয় না। স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের ডিক্রি একটি প্রাথমিক ডিক্রির প্রকৃতির এবং ডিক্রির পরেও মামলাটি বিচারাধীন বলে গণ্য হয়।

২২. ধারা ২৮-এর উপ-ধারা (১) স্পষ্ট করে দেয় যে, নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য ডিক্রি মঞ্জুর হওয়ার পরে আদালত তার এখতিয়ার হারায় না বা এটি কার্যকরী অফিসিও হয় না। অন্যদিকে, ধারা ২৮ আদালতকে চুক্তি বাতিলের আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা দেয় এবং চুক্তি/ডিক্রি প্রত্যাহারের আবেদন সত্ত্বেও নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য অর্থ প্রদান বা ডিক্রি শর্তাবলী সম্পাদনের সময় বাড়ানোর ক্ষমতা রাখে। আইনের ধারা ২৮ (১) এর অধীনে একটি আবেদনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়, আদালতকে পক্ষগুলির আচরণ সহ সমস্ত উপস্থিত পরিস্থিতি দেখতে হবে।

২০. বিবাদীদের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী ভি এস পালানিচামি চেট্টিয়ার ফার্ম বনাম সি আলাগাপ্পান[১১] মামলার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। রামনকুট্টি গুপ্ত বনাম আভারা মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করার সময় দুই বিচারপতির বেঞ্চ বলেছিলঃ

"১৫... এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে যখন ডিক্রিতে ডিক্রির শর্ত পূরণের সময় উল্লেখ করা থাকে, তখন অর্থ

---

১০ (২০০৯) ৮ এসসিসি ৭৬৬

১১ (১৯৯৯) ৪ এসসিসি ৭০২

১২ (১৯৯৪) ২ এসসিসি ৬৪২

জমা দিতে ব্যর্থ হলে, ২৮(১) ধারা স্বয়ং আদালতকে এমন শর্তে সময় বাড়ানোর ক্ষমতা দেয় যা আদালত তাকে ক্রয়মূল্য বা অন্য কোনও অর্থ যা আদালত তাকে পরিশোধ করার নির্দেশ দিয়েছে, তা পরিশোধ করার অনুমতি দিতে পারে। বম্বে হাইকোর্ট এবং অন্ধ্র প্রদেশ হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করার পরে আদালত বলেছিল যে যখন ডিক্রি পাস করা আদালত এবং কার্যকর আদালত একই, তখন ধারা ২৮ এর অধীনে আবেদন কার্যকর আদালতে দায়ের করা যেতে পারে। যাইহোক, যেখানে কোনও ডিক্রি কার্যকর করার জন্য কোনও হস্তান্তরকারী কার্যকর আদালতে স্থানান্তরিত হয়, সেখানে অবশ্যই হস্তান্তরকারী আদালত মূল আদালত নয় এবং কার্যকরকারী আদালত আইনের ২৮ ধারার অর্থের মধ্যে "একই আদালত" নয়। কিন্তু যখন আদালতে একটি আবেদন করা হয়েছে যেখানে মূল মামলা দায়ের করা হয়েছিল এবং নিষ্পত্তি কার্যকর করা হচ্ছে, তখন অবশ্যই ধারা ২৮ এর অধীনে একটি আবেদন একই আদালতে রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য... "

২১. উপরের মামলাটিতে, এই আদালতের সামনে ঘটনা ছিল যে উনিশ বছর আগে ১৯৮০ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি একটি বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল এবং আদালত কর্তৃক প্রদত্ত সময়ের মধ্যে কেন অবশিষ্ট বিক্রয় মূল্য জমা দেওয়া হয়নি তার কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ২৮ ধারার অধীনে সময় বাড়ানোর জন্য কোনও আবেদন করা হয়নি। এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে শুধুমাত্র ১৯৬৩ সালের লিমিটেশন আইনের ৫৪ অনুচ্ছেদে নির্ধারিত তিন বছরের মধ্যে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল বলেই ক্রেতা-বাদী এই প্রমাণ দেওয়া থেকে অব্যাহতি পায় না যে তিনি চুক্তিটি সম্পাদন করতে প্রস্তুত এবং ইচ্ছুক ছিলেন এবং অ-সম্পাদন বিক্রেতা দ্বারা সৃষ্ট বাধার কারণে হয়েছিল কিনা। সেই প্রেক্ষাপটে, এই আদালত রায় দিয়েছে:

"১৭... আদালতকে সমস্ত প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি দেখতে হবে, যার মধ্যে ক্রেতা বিক্রয় চুক্তির অধীনে যুক্তিসঙ্গতভাবে নিজেকে পরিচালনা করেছে কিনা তাও অন্তর্ভুক্ত। সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য মামলা দায়ের করার জন্য আইনের এই অবস্থান হওয়ার পরে, বিচারিক আদালত কর্তৃক ডিক্রি জারির ৫ বছর এবং আপিল আদালত কর্তৃক এর নিশ্চিতকরণের ৩ বছর পর, আদালত কি স্বাভাবিকভাবেই ডিক্রির শর্ত অনুযায়ী অবশিষ্ট বিবেচ্য অর্থ পরিশোধের জন্য সময় বাড়ানোর অনুমতি দিতে পারে? প্রতিবাদী ডিক্রি-ধারকদের এমন কোনো বক্তব্য নেই যে বিক্রেতা রায়-ঋণদাতার কোনো ভুলের কারণে ডিক্রি অনুযায়ী

অর্থ জমা দেওয়া যায়নি। এই অবস্থানটি, যদি এখন সময় দেওয়া হয়, তবে এটি চুক্তির নির্দিষ্ট সম্পাদনের জন্য মামলা দায়ের করার জন্য নির্ধারিত সীমাবদ্ধতার সময়কালের বাইরে চলে যাবে যদিও এই বিধানটি কঠোরভাবে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। তবুও এটি আদালতের দ্বারা বিবেচনা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি। তা ছাড়া, কেন তারা ডিক্রি অনুসারে বিবেচনার অবশিষ্ট পরিমাণ প্রদান করেনি সে সম্পর্কে উত্তরদাতা ডিক্রি-ধারকদের কাছ থেকে কোনও ব্যাখ্যা আসছে না, যা হাইকোর্ট নিজেই মন্তব্য করার জন্য উপযুক্ত বলে মনে করেছিল যা অবশ্যই রেকর্ড থেকে উদ্ভূত হয়নি। সমতা দাবি করে যে বিবাদী ডিক্রি-ধারকদের পক্ষে বিচক্ষণতা প্রয়োগ করা হবে না এবং ডিক্রি মেনে চলার জন্য তাদের কোনও সময়সীমা বাড়ানো হবে না।

রায় থেকে উপরোক্ত উদ্ধৃতাংশে উল্লিখিত তথ্যগুলি এমন একটি পরিস্থিতির ইঙ্গিত দেয় যা বাস্তবিকভাবে স্বতন্ত্র। সেই ক্ষেত্রে, আপিল আদালত কর্তৃক ডিক্রিটি নিশ্চিত হওয়ার তিন বছর পরে বিক্রয় বিবেচনার ভারসাম্য জমা করার চেষ্টা করা হয়েছিল। বর্তমান মামলায়, তথ্যগুলি স্পষ্টভাবে বিপরীত। আপিলকারী ৫,৮৫,০০০/- টাকা জমা করেছিলেন। নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য মামলায় ট্রায়াল কোর্টের আংশিক ডিক্রি আপিল আদালতে ইস্যু করা হয়েছিল। আপিল আদালত ২০১৫ সালের ১৭ জানুয়ারি ডিক্রিটি নিশ্চিত করার পরে, ট্রায়াল কোর্টের ডিক্রি আপিল আদালতের সাথে একীভূত হয়েছিল। এর মাত্র এক মাস পরে, ২০১৫ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি আপিলকারী বিক্রয় বিবেচনার আ-ব্যালেন্স জমা দেন। আপিলকারী সৎভাবে কাজ করেন। নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য একটি মামলার ডিক্রি থেকে উদ্ভূত কোনও বিষয়ে ইক্যুইটি অবশ্যই তাঁর পক্ষে বিবেচনা করা উচিত। কার্যকরকারী আদালত উত্তরদাতাদের সুনির্দিষ্ট আপত্তি প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল। হাইকোর্ট তার পুনর্বিবেচনামূলক এখতিয়ারের বাইরে কাজ করেছিল। হাইকোর্ট অনিবার্যভাবে ডিক্রি ধারকের কাছে ২,০০,০০০/- টাকার আন্তরিক অর্থের বাইরে বিক্রয় বিবেচনার ফেরত দেওয়ার আদেশ দিয়ে নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য ডিক্রি প্রতিস্থাপন করেছিল। এটি করার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের সাথে ওজন করা কারণগুলি এবং তার চূড়ান্ত নির্দেশগুলি টেকসই নয়। নিষ্পত্তি কার্যকর করার প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত একটি দেওয়ানি সংশোধনে, হাইকোর্ট ডিক্রিটি সংশোধন করেছে। এই ধরনের কোর্স আইনে উন্মুক্ত ছিল না।

২২. আমরা সেই অনুযায়ী আপিল মঞ্জুর করছি এবং ২০১৫ সালের সিআর নং ৩৩৭২ (ওঅ্যান্ডএম)-এ বিজ্ঞ বিচারকের ২০১৮ সালের ১ জুনের বিতর্কিত রায় এবং আদেশ বাতিল করছি। ফলস্বরূপ, ২০১৩ সালের নির্বাহ পিটিশন নং ২৪৮৯-এ প্রতিবাদী - রায় ঋণদাতার আপত্তি খারিজ করে নির্বাহকারী

আদালত কর্তৃক ২০১৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রদত্ত আদেশটি সেই অনুযায়ী পুনরুদ্ধার করা হবে।

২৩. উপরের শর্তাবলীতে আপিল অনুমোদিত। খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

দেবিকা গুজরাল আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Arka Sadhu